এমএসএস খবর

আগস্ট, ২০২২ সংখ্যা

MSS
Working for the People

এমএসএস পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয়ে ভিটামিন সমৃদ্ধ ইউগলেনা বিস্কিট প্রদান

গত আগস্ট, ২০২২ মাসে মানবিক সাহায্য সংস্থা-এমএসএস দ্বারা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয়ের ৫টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভিটামিন সমৃদ্ধ ইউগলেনা বিস্কিট প্রদান করা হয়। শিক্ষালয়গুলোতে মোট ৮১ জন শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করে ১৪টি ইউগলেনা বিস্কিট প্রদান করা হয়।

জাপানি ইউগলেনা কোম্পানির এই বিস্কিটটি প্রতিদিন বিদ্যালয় খোলার দিন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সহায়তা করা এর উদ্দেশ্য।

প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা অতি আনন্দের সাথে বিস্কিটটি গ্রহণ করে এবং অভিভাবকরাও এই উদ্যোগের জন্য ইউগলেনা কোম্পানি ও মানবিক সাহায্য সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উপানুষ্ঠানিক ও প্রি-স্কুলের শিক্ষকদের জন্য "স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)- এর সোশ্যাল সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আয়োজনে উপানুষ্ঠানিক ও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য "স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতা" বিষয়ক এক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক ও প্রি-স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, সুপারভাইজার ও সোশ্যাল সার্ভিসেস প্রোগ্রামের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যে বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয় সেগুলো হলো- ভিটামিন ও এর গুরুত্ব; স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাদ্য ও পুষ্টির গুরুত্ব; ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

গ্রুপ ওয়ার্ক ও ডেমোন্সট্রেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা লাভ করেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন সোশ্যাল সার্ভিসেস প্রোগ্রামের অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম অফিসার (স্বাস্থ্য) নাজিয়া আফরিন।

এমএসএস-এর উপানুষ্ঠানিক ও প্রি-স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা

দেশের অধিকাংশ শিশুরই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক যোগ্যতা অর্জনের পরিবেশ সীমিত। এসব শিশুর জন্য বিদ্যালয় প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা জরুরি। এ প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুদের মধ্যে একত্রে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মানবিক সাহায্য সংস্থা পরিচালিত এ ধরনের উপানুষ্ঠানিক ও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৬৭৪ শিক্ষার্থীর জন্য নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে গত ২১ আগস্ট, ২০২২ তারিখে "পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা" বিষয়ে একটি সেশন পরিচালনা করা হয়।

শিক্ষার্থীরা এই সেশনে তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার উপায় ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারে। বিভিন্ন ধরণের উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দ সেশনটি পরিচালনা করেন।

স্বপ্ন পূরণে শাহানাজ-মাশিউর দম্পতির পাশে এমএসএস

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর একজন ঋণী সদস্য মোছাঃ শাহানাজ পারভীন। তিনি সংস্থার ৬নং জোনের অন্তর্ভূক্ত ১৮নং এরিয়ার ৪২নং শাখার সদস্য। স্বামীর নাম মোঃ মাশিউর রহমান। বিয়ের পর তাঁদের সংসারের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে শাহানাজ এমএসএস- এর অগ্রসর ঋণ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হন। প্রায় ৩ বছর আগে তিনি প্রথমবারের মতো সংস্থা থেকে ঋণ নেন।

ঋণের টাকায় স্বামী-স্ত্রী মিলে মিষ্টি ও দইয়ের কারখানা দেন। আগে আর্থিক অবস্থা খুব ভালো না থাকলেও ব্যবসা শুরুর পর থেকে তাঁরা লাভের মুখ দেখতে শুরু করেন। অগ্রসর ঋণ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪ বার ঋণ নেন শাহানাজ। তাঁর বর্তমান ঋণের পরিমাণ ৩ লাখ টাকা। ব্যবসায়ের মূলধন ১৫ লাখ টাকা। কারখানায় ৮ জন কর্মচারী রয়েছে। প্রতি মাসে কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য খরচ বাবদ ৬৫ হাজার টাকা খরচ হয়। সব খরচ বাদ দিয়ে প্রতি মাসে লাভ হয় ৮০ হাজার টাকা। এ টাকায় ঋণ পরিশোধের পাশাপাশি তাঁরা সঞ্চয়ও করছেন।

এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে দিনাতিপাত করছেন বলে জানান শাহানাজ-মাশিউর দম্পতি। তাঁরা মিষ্টি ও দইয়ের কারখানা আরো সম্প্রসারণ করে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চান। পাশাপাশি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের পাশে দাঁড়ানোর পরিকল্পনাও তাঁদের রয়েছে। মানবিক সাহায্য সংস্থার সহযোগিতা ছিল বলেই আজ তাঁরা স্বচ্ছলভাবে দিনযাপন করছেন। তাই এমএসএস- এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন শাহানাজ-মাশিউর দম্পতি।

এটি মানবিক সাহায্য সংস্থা'র মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের একটি প্রকাশনা
সেল সেন্টার (৪র্থ তলা),২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫